মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.

# সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া

ﷺ

## আমাদের প্রকাশিত আরও কিছু সিরাতগ্রন্থ

**সিরাতুন নবি ﷺ**, (তিন খণ্ড), ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি
**আরবি নবি**, মাওলানা কাজি জায়নুল আবিদিন মিরাঠি রাহ.
**শ্রেষ্ঠমানব**, শায়খ মুহাম্মাদ হারুন আজহারি রাহ.
**রহমতে আলম**, ড. আয়িজ আল কারনি (প্রকাশিতব্য)
**নবিজির যুদ্ধ ও প্রতিক্ষা-কৌশল**, ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি (প্রকাশিতব্য)

# সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.

অনুবাদ : ইলিয়াস মশহুদ

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ, নবম মুদ্রণ : জুন ২০২৩
(দাওয়াহ সংস্করণ, ৬০ হাজার কপি)
প্রথম প্রকাশ : মে ২০২২

© : প্রকাশক

দাওয়াহ সংস্করণ মূল্য : ৳ ৭০ (নির্ধারিত)
হার্ডকভার মূল্য : ৳ ২৫০

প্রচ্ছদ : আলাউদ্দিন

প্রকাশক
**কালান্তর প্রকাশনী**
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

**প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র**
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
**রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-5-1

**Sirate Khatamul Ambia S.M.**
by **Mufti Muhammad Shafi Rah.**

Published by
**Kalantor Prokashoni**
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
**www.kalantorprokashoni.com**

**All Rights Reserved**
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

# প্রকাশকের কথা

**সিরাত কথিকা :** আমাদের প্রকাশিত *সিরাতুন নবি*, *আরবি নবি* ও *শ্রেষ্ঠমানব* তিনটি সিরাতগ্রন্থ থাকার পরও *সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া* প্রকাশে কেন উদ্যোগী হলাম—কালান্তরের যেকোনো পাঠকের মনে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে পারে।

পৃথিবীতে একমাত্র মানব নবিজি, যাঁর জীবন চর্চা ও গ্রন্থায়নে অতুলনীয়—এ তাঁর এক বিশেষত্ব। ফলে একই লেখক যদি একাধিক সিরাত লিখেন, তাতে অবাক-বিস্মিত-ভাবাতুর হওয়ার কিছু নেই আর। কারণ, এমন অনেক মনীষী গত হয়েছেন, যাঁরা একাই একাধিক ভাষা-ভঙ্গি-পদ্ধতিতে নবিজির জীবনকে চিত্রায়ণ করেছেন। এবং মনের মাধুরী মিশিয়ে বর্তমানেও নানাজন ও প্রতিষ্ঠান নানা দিক থেকে তাঁর একাধিক সিরাত লিখে চলছেন। আমরাও একটু তাঁদের অনুরূপই বলা যায়। তবে আমাদের পূর্বপ্রকাশিত তিন সিরাত আর বর্তমানটির সবকটিই নিজস্বতায় মণ্ডিত।

*সিরাতুন নবি*—তিন খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি বড়দের জন্য। এর বিশেষ একটি দিক হলো, নবিজির জীবন-অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে বর্তমানের রাজনৈতিক অস্থিরতার সমাধান পেশ করা হয়েছে তাতে। ফলে গ্রন্থটি নানান ভাষায় অনূদিত হয়ে অগণিত মানুষের পাঠের টেবিলে শোভা পাচ্ছে মনভাঙা অবসর আর কঠিন তুমুল ব্যস্ততায়।

*আরবি নবি* ও *শ্রেষ্ঠমানব*—গ্রন্থ দুটির কলেবর প্রায় সমান। তবে স্বাদ, গুণ ও মানে কোনটি ফেলে কোনটির কথা বলি! এক বৈঠকে নবিজির বিস্তৃত জীবনের সংক্ষিপ্ত পাঠ জরুরি হলে যে-কেউ এ দুটির যেকোনোটি পড়তে পারেন। একদম কিশোর থেকে বুড়ো, সবার জন্য উপযোগী করে সাজানো-গোছানো গ্রন্থ দুটির ভেতর-বাহির।

*সিরাতের খাতামুল আম্বিয়া*—এটিরও নির্দিষ্ট কোনো পাঠকশ্রেণি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা একে সর্বশ্রেণির জন্য সুপাঠ্য করতে যথাসাধ্য সতর্ক থেকেছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। বিশেষত এটি যেহেতু বিভিন্ন মাদরাসাবোর্ডের সিলেবাসভুক্ত, ফলে কিশোর ও সর্বসাধারণের কথা মাথায় রেখে এর ভাষায় পাণ্ডিত্যসুলভ উচ্চারণ পরিহার করেছি। বিপরীতে সহজ-সাধারণ শব্দ-বাক্য ব্যবহারে থেকেছি আন্তরিক।

**বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের ব্যাপারে মূল্যায়ন-মন্তব্য অথবা আশাবাদ :** মুফতি শফি রাহ.—সমগ্র বিশ্বের ইলমি ময়দানে যাঁর পরিচয় তিনি। এবং বিশেষত উপমহাদেশ যাঁর ইলম ও

চিন্তার কারনামায় চিরঋণী; এই মনীষীর রচিত গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন স্নেহের ইলিয়াস মশহুদ; আর সম্পাদনায় কাজ করেছি আমি ও মুতিউল মুরসালিন। ইলিয়াস লেখালেখি করছে সেই কৈশোর থেকে। বিভিন্ন দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা-ম্যাগাজিন আর স্মারক ও বইয়ে তাঁর নানারকম লেখাজোখা থাকলেও এটিই তার একক ও প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। তবে সে কালান্তরের সম্পাদনা-পরিষদে দীর্ঘদিন থেকে সম্পৃক্ত। ইলিয়াসের জন্য শুভ কামনা। আশা রাখি উম্মাহ সামনে তার থেকে আরও আরও কাজ পাবে ইনশাআল্লাহ।

মূল গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর শিরোনাম থাকলেও অধ্যায়, উপশিরোনাম ইত্যাদি না থাকায় এর পাঠ ও ইয়াদ একটু কষ্টসাধ্যই থেকে গিয়েছিল। আমরা এই জায়গার শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছি। যুক্ত করেছি প্রয়োজনীয় টীকাটিপ্পনী। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও ঘটনাগুলো পরিক্ষার্থী ও পাঠকের স্মরণ রাখার সুবিধার্থে সেটিংয়েও থেকেছি সাদামাটা অথচ অনস্বীকার্য শৈল্পিক। ফলে চোখধাঁধানো কোনো আকার-প্রকৃতি বা ইফেক্ট ব্যবহারে যাইনি কোথাও।

গ্রন্থটির গুরুত্ব বুঝতে বা বোঝাতে এ তথ্যটি জানা থাকাই যথেষ্ট যে, এটি দীর্ঘদিন থেকে উপমহাদেশের দীনি প্রায় সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সিলেবাসভুক্ত হয়ে আছে। আর তাই অপরাপর ভাষার মতো বাংলায়ও রয়েছে এর অনেক অনুবাদ। তবে আমরা আমাদের কাজের কষ্ট, শ্রম ও পরিশ্রমনিষ্ঠা বোঝাতে গিয়ে পাঠককে আশ্বাস দিতে পারি—গ্রন্থটির এ পর্যন্ত যত অনুবাদ বাজারে আছে, সবকটির তুলনায় আমরা মূল গ্রন্থ ও এর অনুবাদ যে ভাষা ও মানের আবেদন রাখে, তার পুরোপুরি বর্ণায়ন না পারলেও কাছাকাছি যেতে পেরেছি। ফলে সার্বিক বিবেচনায় আমরা মনে করি, এই অনুবাদকে নিশ্চিন্তেই মূল গ্রন্থের বাংলা সহোদর বলা যায়।

এই এতকিছুর পরও বলতে হয়, কোনো ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি পেলে আমাদের অবগত করবেন, পাঠক-শুভার্থী ও সমালোচকৃন্দ।

**আবুল কালাম আজাদ**
কালান্তর প্রকাশনী
৩০ এপ্রিল ২০২২

# অনুবাদকের কথা

সিরাত অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মুসলমানমাত্রই বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত শেষ নবি সাইয়িদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত পাঠ করা জরুরি। ফলে মুসলিমসমাজে সাহিত্যরচনা ও গ্রন্থ সংকলনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে অসংখ্য লেখক বিভিন্ন ভাষায় অগণিত সিরাতগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করে যাবেন। এ পরম্পরা চলতেই থাকবে।

বছরখানেক আগের কথা। লাইব্রেরিতে বই কিনতে গিয়েছি। থরে থরে সাজানো বইগুলো দেখছি আর ভাবছি, চাইলে আমিও তো এভাবে কয়েকটি বই লিখতে পারতাম; কিন্তু লেখালিখির পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার দেড় যুগ পার হলেও এখনো তেমন কিছু করতে পারিনি। সেই ভাবনা থেকেই ভাবলাম—এবার অন্তত কিছু একটা করি। না, এক বছর পার হলেও সে সুযোগ হয়নি। নানাবিধ ব্যস্ততায় 'ভাবনা'র কথা ভুলে যাই।

কয়েক মাস আগে বরকতময় রবিউল আউয়ালের আগমনী বার্তা এবং একমুঠো অবসরে সেই 'ভাবনা'টা আবার জেগে ওঠে। কাজ যখন শুরু করবই, তখন পুণ্যময় একটি বিষয় দিয়েই শুরু করি! সেদিন লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.-এর *সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া* ﷺ নামে অত্যন্ত মুফিদ বইটির অনুবাদ শুরু করি। বিষয়বস্তু কঠিন হলেও বইটি পরিচিত এবং ছাত্রজামানায় বার বার পড়েছি বলে এই প্রথম অনুবাদে সাহস করা। আলহামদুলিল্লাহ, অসুস্থ শরীর এবং কাঁচা হাতের ভাঙা কলমে দীর্ঘ রাতজাগা পরিশ্রমের ফসল এখন আপনাদের হাতে।

বলে রাখা ভালো, গ্রন্থটির কয়েকটি অনুবাদ বাজারে আছে। এরপরও কেন নতুন করে অনুবাদ করতে গেলাম, পাঠক বইটি পড়লেই এর উত্তর পেয়ে যাবেন আশা করি। তা ছাড়া এটি কওমি মাদরাসার পাঠ্যতালিকায়ও রয়েছে, সে হিসেবে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদ সত্যিই কঠিন এক বিষয়, তবু চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ সুন্দর করতে। এ জন্য অনেক জায়গায় ঈষৎ সংযোজনও করেছি। গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কিছু টীকাও যুক্ত করেছি। মূল বইয়ে নেই, এমন দু-তিনটি শিরোনাম এবং অতিরিক্ত কিছু আলোচনাও স্থান দিয়েছি। এ ছাড়া মূল বইয়ের আলোচনা অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত ছিল না, পাঠকের

সুবিধার্থে আমরা বইটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। আর শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে বইয়ের শেষে অনুশীলনীমূলক প্রশ্নোত্তরও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বইটি অত্যন্ত উপকারী। লেখক সাধারণ পাঠকের প্রতি লক্ষ রেখেই এটি রচনা করেছেন এবং নবিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় প্রায় সব বিষয়ই সংক্ষেপে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে গ্রন্থটি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হাজার হাজার মাদরাসার পাঠ্যতালিকায় কয়েক যুগ ধরে পঠিত হয়ে আসছে।

শেষ কথা, দূরের হয়েও আপনজনের মতো একরকম অভিভাবকত্ব দিয়ে আসা মুহতারাম আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় মূলত এ কাজে এগিয়ে আসা। আল্লাহ তাঁকে দ্রুত সুস্থ করে দিন। এ ছাড়া গ্রন্থটির অনুবাদকাজে বিভিন্নভাবে সহায়তা নিয়েছি মুহাক্কিক আলিম মুফতি নোমান আহমদ, মুফতি মহিউদ্দিন কাসেমী, বন্ধুবর মাওলানা শুয়াইবুর রহমান ও মাওলানা শামছুল হক ইবনে সিরাজের। এ ছাড়া মুফতি আলী হাসান উসামা ভাইও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা যুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা লেখক, প্রকাশক, অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন।

গ্রন্থটির মূল লেখক মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.-এর ভাষায় আমিও বলি, 'নবিজির জীবনী নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, আল্লাহর কাছে যখন তাঁদের তালিকা তুলে ধরা হবে, তখন সে তালিকায় যেন অধমের নামটিও যুক্ত হয়।'

**ইলিয়াস মশহুদ**
৩০ অক্টোবর ২০২১

# সূচিপত্র

## ভূমিকা # ১৫

### প্রথম অধ্যায়

## নবিজির বংশপরিচিতি, জন্ম ও শৈশব # ১৮


এক : নবিজির বংশপরিচিতি ১৮
দুই : নবিজির বংশধারা ১৮
তিন : নবিজির জন্মপূর্ব বরকতের সুবাস ১৯
চার : নবিজির জন্ম ১৯
পাঁচ : পিতা আবদুল্লাহর ইনতিকাল ২১
ছয় : দুধপান ও শৈশব ২২
সাত : নবিজির প্রথম কথা ২৪
আট : নবিজির মায়ের ইনতিকাল ২৬
নয় : আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকাল ২৬
দশ : শাম সফরে নবিজি ﷺ ২৬
এগারো : নবিজি সম্পর্কে এক ইয়াহুদি পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্‌বাণী ২৬
বারো : ব্যবসার কাজে দ্বিতীয়বার শাম সফর ২৭


### দ্বিতীয় অধ্যায়

## নবিজির বিয়ে ও সন্তানাদি, চাচা, ফুফু ও পাহারাদার এবং নবিজিকে আল আমিন স্বীকৃতি # ২৯


এক : খাদিজার সঙ্গে নবিজির বিয়ে ২৯
দুই : খাদিজার গর্ভে নবিজির সন্তানাদি ৩০
তিন : নবিজির চার কন্যা ৩১
চার : নবিজির পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ ৩৩

পাঁচ : নবিজির বহুবিয়ে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ৩৮
ছয় : নবিজির চাচা ও ফুফু ৪২
সাত : নবিজির পাহারাদার ৪৩
আট : কাবাঘর নির্মাণ ও কুরাইশ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে নবিজিকে 'আল আমিন' স্বীকৃতি ৪৩

## তৃতীয় অধ্যায়

## নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মক্কিজীবন # ৪৫

এক : নবুওয়াতপ্রাপ্তি ৪৫
দুই : কুরআন নাজিলের সূচনা ৪৫
তিন : পৃথিবীতে ইসলামপ্রচার ৪৬
চার : আরববাসীর বিরোধিতা, শত্রুতা এবং নবিজির দৃঢ়তা ৪৮
পাঁচ : আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে নবিজির জবাব ৪৮
ছয় : মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি ও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ৪৯
সাত : কুরাইশদের অত্যাচার ও নবিজির দৃঢ়তা ৪৯
আট : নবিজিকে হত্যাচেষ্টা ও তাঁর প্রকাশ্য মুজিজা ৪৯
নয় : কুরাইশদের বিভিন্ন প্রলোভন ও নবিজির উত্তর ৫০
দশ : উতবা ইবনু রাবিআর উপলব্ধি ৫১
এগারো : সাহাবিদের হাবশায় হিজরতের নির্দেশ ৫২
বারো : তুফায়েল ইবনু আমর দাওসির ইসলামগ্রহণ ৫৪
তেরো : আবু তালিবের ইনতিকাল ৫৫
চৌদ্দ : তায়েফে হিজরত ৫৫
পনেরো : ইসরা ও মিরাজ ৫৬
ষোলো : নবিজির ইসরা সম্পর্কে চাক্ষুষ সাক্ষ্য ৫৮
সতেরো : কুরাইশ কাফিরদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ৫৮
আঠারো : মদিনায় ইসলাম ৫৯
উনিশ : ইসলামের প্রথম মাদরাসা ৬০

## চতুর্থ অধ্যায়

## নবিজির মাদানি জীবন # ৬৩

এক : মদিনায় হিজরতের সূচনা ৬৩
দুই : মদিনায় নবিজির হিজরত ৬৩
তিন : সাওর গুহায় অবস্থান ৬৪

চার : সাওর গুহা থেকে মদিনার পথে ৬৫
পাঁচ : সুরাকার উপস্থিতি ও তার ঘোড়া মাটিতে দেবে যাওয়া ৬৬
ছয় : সুরাকার মুখে নবিজির নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি ৬৬
সাত : নবিজির মুজিজা এবং উম্মু মাবাদ ও তাঁর স্বামীর ইসলামগ্রহণ ৬৭
আট : কুবায় অবতরণ ৬৮
নয় : আলির হিজরত ও কুবায় সাক্ষাৎ ৬৮
দশ : হিজরিবর্ষের সূচনা ৬৮
এগারো : মদিনায় প্রবেশ ৬৮
বারো : মসজিদে নববি নির্মাণ ৬৯

## পঞ্চম অধ্যায়

### নবিজির যুদ্ধজীবন

### গুরুত্বপূর্ণ গাজওয়া ও সারিয়া এবং বিভিন্ন ঘটনা # ৭১

#### প্রথম হিজরি

#### ইসলামে জিহাদের অনুমোদন, সারিয়ায়ে হামজা ও সারিয়ায়ে উবায়দা # ৭১

এক : ইসলামে জিহাদের অনুমোদন ৭১
দুই : ইসলাম তার প্রচার-প্রসারে তরবারির মুখাপেক্ষী নয় ৭৩
তিন : রাজনীতিহীন ধর্ম এবং তরবারিহীন রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নয় ৭৪
চার : ইসলামি জিহাদ ও পাশ্চাত্যের যুদ্ধ ৭৫
পাঁচ : গাজওয়া ও সারিয়ার নকশা ৭৭
ছয় : গাজওয়া ও সারিয়ার সংখ্যা ৮০

#### দ্বিতীয় হিজরি

#### কিবলা পরিবর্তন, গাজওয়ায়ে বদর এবং সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ # ৮২

এক : কিবলা পরিবর্তন ৮২
দুই : সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ ও ইসলামের প্রথম গনিমত ৮২
তিন : গাজওয়ায়ে বদর বা বদরযুদ্ধ ৮৩
চার : সাহাবিদের আত্মত্যাগ ৮৪

পাঁচ : গায়েবি সাহায্য ৮৫
ছয় : মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা ৮৫
সাত : যুদ্ধে সাহাবিদের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ ৮৬
আট : আবু জাহলকে হত্যা ৮৭
নয় : একমুঠো পাথরকণা দিয়ে শত্রুদের পরাজিত করা এবং ফেরেশতাদের সাহায্য ৮৮
দশ : বদরের যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ এবং সভ্যতার দাবিদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা ৮৯
এগারো : ইসলামি সাম্য ৯০
বারো : বন্দিদের সঙ্গে সদাচার ৯১
তেরো : আবুল আসের ইসলামগ্রহণ ৯১
চৌদ্দ : শিক্ষার বিনিময়ে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি ৯২
পনেরো : এ বছরের বিভিন্ন ঘটনা ৯২

## তৃতীয় হিজরি

### গাজওয়ায়ে উহুদ ও গাতফান ইত্যাদি # ৯৩

এক : গাতফানযুদ্ধ ও নবিজির মুজিজা ৯৩
দুই : নবিজির সঙ্গে হাফসা ও জায়নাবের বিয়ে ৯৪
তিন : গাজওয়ায়ে উহুদ বা উহুদযুদ্ধ ৯৪
চার : সেনাবিন্যাস ও সাহাবি-সন্তানদের জিহাদি স্পৃহা ৯৫
পাঁচ : নবিজির চেহারা মুবারক আহত হওয়া ৯৭
ছয় : সাহাবিদের আত্মত্যাগ ৯৭

## চতুর্থ হিজরি

### বিরে মাউনা অভিমুখে সারিয়ায়ে মুনজির # ৯৯

## পঞ্চম হিজরি

### কুরাইশ ও ইয়াহুদিদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র এবং আহজাবযুদ্ধ # ১০০

এক : কুরাইশ ও ইয়াহুদিদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ১০০
দুই : গাজওয়ায়ে আহজাব বা খন্দকযুদ্ধ ১০১
তিন : কাফিরদের ওপর ঝড়োহাওয়া ও আল্লাহর সাহায্য ১০২
চার : এ বছরের বিভিন্ন ঘটনা ১০২

## ষষ্ঠ হিজরি

### হুদায়বিয়ার সন্ধি, বায়আতে রিজওয়ান এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত # ১০৩


এক : হুদায়বিয়ার সন্ধি ১০৩
দুই : নবিজির মুজিজা ১০৩
তিন : বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে চিঠি ১০৪
চার : খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলামগ্রহণ ১০৫


## সপ্তম হিজরি

### খায়বারযুদ্ধ, ফাদাক বিজয় এবং কাজা উমরা আদায় # ১০৬


এক : গাজওয়ায়ে খায়বার বা খায়বারযুদ্ধ ১০৬
দুই : ফাদাক বিজয় ১০৬
তিন : কাজা উমরা আদায় ১০৭


## অষ্টম হিজরি

### সারিয়ায়ে মুতা, মক্কাবিজয়, হুনাইন ও তায়েফযুদ্ধ এবং উমরায়ে জিইররানা # ১০৮


এক : সারিয়ায়ে মুতা ১০৮
দুই : মক্কাবিজয় ১০৮
তিন : মক্কাবিজয়ের পর কুরাইশদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ ১০৯
চার : নবিজির চরিত্রমাহাত্ম্য ও আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ ১১০
পাঁচ : হুনাইনযুদ্ধ ১১০
ছয় : একমুঠো মাটি দ্বারা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করা ১১১
সাত : তায়েফযুদ্ধ ১১২
আট : উমরায়ে জিইররানা ১১২


## নবম হিজরি

### তাবুকযুদ্ধ, ইসলামি হজ, বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামগ্রহণ # ১১৩


এক : গাজওয়ায়ে তাবুক বা তাবুকযুদ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলন ১১৩
দুই : কয়েকটি মুজিজা ১১৩

তিন : মসজিদে জিরারে অগ্নিসংযোগ ১১৪
চার : প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামে প্রবেশ ১১৪
পাঁচ : আবু বকরকে হজের আমির নির্ধারণ ১১৭

## দশম হিজরি

### বিদায়হজ ও আরাফাতের ঐতিহাসিক ভাষণ # ১১৮

এক : হুজ্জাতুল ইসলাম বা বিদায়হজ ১১৮
দুই : আরাফাতের খুতবা বা বিদায়হজের ভাষণ ১১৮

## একাদশ হিজরি

### সারিয়ায়ে উসামা, নবিজির অসুস্থতা ও ইনতিকাল # ১২০

এক : সারিয়ায়ে উসামা ইবনু জায়েদ ১২০
দুই : নবিজির অসুস্থতা, অন্তিমশয্যা ও ইনতিকাল ১২০
তিন : আবু বকরের ইমামতি ১২১
চার : শেষ নবির শেষ ভাষণ ১২১
পাঁচ : নবিজির শেষ কথা ১২৩

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### নবিজির স্বভাবচরিত্র ও মুজিজা # ১২৫

এক : উত্তম স্বভাবচরিত্র ১২৫
দুই : নবিজির মুজিজা ১২৬

## সপ্তম অধ্যায়

### নবিজির ৪০ হাদিস # ১২৮

### অনুশীলনী # ১৩৭

# ভূমিকা

উভয় জাহানের নেতা, সৃষ্টিজগতের অহংকার, দুনিয়া-আখিরাত সৃষ্টির উপলক্ষ্য বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনচরিত পড়া ও পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তাই যখন থেকে মুসলিমসমাজে সাহিত্যরচনা ও গ্রন্থ সংকলনের ধারা শুরু হয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের আলিমরা আপনাপন ভাষায় নিজস্ব ভঙ্গিতে অসংখ্য সিরাতগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে যে আরও কত হাজার গ্রন্থ রচিত হবে, সেটি আল্লাহই ভালো জানেন। কবি বলেন,

*যে বাগানে গেয়ে যায় গান হাজারো বুলবুলি*
*সে বাগানে আমিও তাদের সাথে সুর তুলি।*

শুধু যে মুসলিম লেখকগণ নবিজির জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন তা নয়; বরং হাজার হাজার অমুসলিম লেখকও তাঁকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল অমুসলিম লেখক কর্তৃক নবিজীবন নিয়ে লেখা ২০-৩০টি গ্রন্থ সম্পর্কে তো আমারই জানা আছে। যদিও তারা বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে চরম পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। এ জন্য তাদের লেখা জীবনীগ্রন্থ পাঠ করা থেকে সাধারণ মুসলিমদের বিরত থাকা উচিত। তবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত নবিজির জীবনী রচনায় যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো মানুষের ক্ষেত্রে তার কিয়দংশও হয়নি।

ইউরোপীয় এক সিরাত-লেখক বলেন, 'মুহাম্মাদের জীবনী-লেখকদের ধারা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তা কখনো শেষ হওয়ার মতো নয়। তবে নবিজির জীবনী-লেখকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং এ মহৎ কাজে জড়িত হতে পারা যে-কারও জন্য গর্বের বিষয়।'[১]

উর্দু ভাষায় সিরাত-বিষয়ে নতুন ও পুরাতন অনেক গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলো হিন্দুস্থানের আলিমগণ রচনা করে তাঁদের কর্তব্য আদায় করেছেন; কিন্তু এর পরও আমার

[১] *সিরাতুন নাবি* ﷺ।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি অনেক দিন ধরে সংক্ষিপ্ত এমন একটি সিরাতগ্রন্থ খুঁজে ফিরছিল, কর্মব্যস্ত নারী-পুরুষ মাত্র দু-তিন বৈঠকে যেটি পড়ে ফেলতে পারবে। এর মাধ্যমে নিজেদের ইমান-আমল সতেজ করতে পারবে এবং নববি আদর্শকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারবে। পাশাপাশি গ্রন্থটি ইসলামি সংগঠন ও মাদরাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অর্থাৎ, আমি এমন একটি গ্রন্থ খুঁজে ফিরছিলাম, যাতে সংক্ষেপে অথচ সতর্কতার সঙ্গে নবিজীবনের পূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করা হবে; কিন্তু উর্দু ভাষায় এমন কোনো গ্রন্থ আমার নজরে পড়েনি।

ইতিমধ্যে সিমলার[১] আমার কজন বন্ধু তাঁদের ইসলামি সংগঠনের জন্য এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমাকে এ কাজটি করে দিতে অনুরোধ জানান। ফলে মনের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ জ্ঞানের স্বল্পতা আর দীনি ব্যস্ততা সত্ত্বেও এ আশা নিয়ে কলম ধরেছি যে, আল্লাহর কাছে যখন নবিজির জীবনীকারদের তালিকা তুলে ধরা হবে, তখন সে তালিকায় অধমের নামটিও যুক্ত হবে। কবি বলেন,

*বুলবুলি তো শুধু ফুলের ঘ্রাণ নিতেই গান গেয়ে যায়।*

এ জন্য মহান একটি উদ্দেশ্যে রাসুল ﷺ-এর জীবনচরিত নিয়ে গ্রন্থটি লেখা শুরু করি। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে সিরাতের বিভিন্ন গ্রন্থের সারসংক্ষেপ যুক্ত করেছি :

১. গ্রন্থটির কলেবর যাতে দীর্ঘ না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে। এ জন্য আরবের ভৌগোলিক বিবরণ, ইসলামপূর্ব আরব-আজমের সার্বিক পরিস্থিতি—যেগুলো নবিজীবনের সঙ্গে সাধারণত উল্লেখ করা হয় এবং তাঁর জীবনালোচনার সঙ্গে এগুলো উপকারীও—সেগুলো আলোচনা না করে রাসুল ﷺ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেগুলো সম্পর্কযুক্ত, শুধু সেসব বিষয় ও অবস্থা তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করেছি। ফলে এভাবে সংক্ষেপণ-নীতি অবলম্বনের কারণে এই গ্রন্থের অপর নাম দিয়েছি *আওজাজুস সিয়ার লিখাইরিল বাশার* বা সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।

২. গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও নবিজীবনের সার্বিক পরিস্থিতি যেন পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে, এ জন্য সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রয়োজনীয় প্রায় সব বিষয় ও ঘটনা এতে স্থান পেয়েছে।

৩. নবিজীবনের বিভিন্ন যুদ্ধ ও তাঁর বহুবিয়ে সম্পর্কে ইসলামবিরোধীদের

[১] সিমলা উত্তর-ভারতের হিমাচল প্রদেশের একটি ছোট রাজ্য। —অনুবাদক।

বিভ্রান্তিকর যেসব বক্তব্য রয়েছে, সেসব বিষয়ে মোটামুটি হলেও সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৪. এ ছাড়া গ্রন্থটির মূল উৎস হচ্ছে সিরাতের নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ। এগুলোর উদ্ধৃতি যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : ১. *মিশকাতুল মাসাবিহ*, ২. *সহিহ বুখারি*, ৩. *সহিহ মুসলিম*, ৪. *সুনানুন নাসায়ি*, ৫. *সুনানু আবি দাউদ*, ৬. *সুনানুত তিরমিজি*, ৭. *সুনানু ইবনি মাজাহ* এবং সিহাহসিত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ, ৮. *কানজুল উম্মাল*, ৯. *খাসায়িসুল কুবরা* (আল্লামা সুয়ুতি রাহ.), ১০. *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া*, ১১. *সিরাতে মুগলতাই*, ১২. *সিরাতু ইবনি হিশাম*, ১৩. কাজি ইয়াজ রাহ.-এর *শিফা শরহে খাফফাজিসহ*, ১৪. *সিরাতে হালাবিয়া*, ১৫. *জাদুল মাআদ* (আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহ.), ১৬. *তারিখু ইবনি আসাকির*, ১৭. *সুরুরুল মাহজুন* (শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ.), ১৮. *আওজাজুস সিয়ার* (শায়খ আহমাদ ইবনু ফারিস রাহ.), ১৯. *নাশরুত তিব* (আশরাফ আলি থানবি রাহ.)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার ক্ষুদ্র এ প্রয়াস কবুল করেছেন, এ জন্য তাঁর দরবারে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রথমেই আমার শায়খ হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি গ্রন্থটি পছন্দ করে তাঁর খানকায়ে ইমদাদিয়ার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করেন। ফলে গ্রন্থটি প্রকাশের মাত্র তিন মাসেই পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ও বাংলার শতাধিক মাদরাসা ও ইসলামি সংগঠন তাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর।

**মুহাম্মাদ শফি**
২৮ জিলহজ ১৩৪৪

প্রথম অধ্যায়

# নবিজির বংশপরিচিতি, জন্ম ও শৈশব

## এক. নবিজির বংশপরিচিতি

নবিজি ﷺ-এর পবিত্র বংশধারা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল।[৩] এটি এমন এক বাস্তব সত্য যে, মক্কার সকল কাফির এমনকি তাঁর চরম শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারেনি। আবু সুফিয়ান রা. ইসলামগ্রহণের আগে রোম সম্রাটের সামনে এ সত্য গোপন করতে পারেননি; বরং সত্যটাই স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁকে। অথচ তখন তিনি মনে মনে চাচ্ছিলেন, যদি কোনো সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে নবিজির ওপর কোনো না কোনো দোষ চাপাবেন।

## দুই. নবিজির বংশধারা

### ১. পিতার দিক থেকে নবিজির বংশপরিক্রমা

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কাআব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনু নাজার[৪] ইবনু কিনানা ইবনু খুজায়মা ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলয়াস ইবনু নিজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান।

এ পর্যন্ত নবিজির বংশধারা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। এর পর থেকে আদম আ. পর্যন্ত তাঁর বংশধারা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তাই সেটুকু আর উল্লেখ করা হলো না।

### ২. মায়ের দিক থেকে নবিজির বংশপরিক্রমা

মুহাম্মাদ ইবনু আমিনা বিনতু ওয়াহাব ইবনু আবদি মানাফ ইবনু জুহরা ইবনু কিলাব।

---

[৩] দালায়িলে আবু নায়িমে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে; জিবরিল আ. বলেছেন, 'আমি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত সফর করেছি; কিন্তু বনু হাশিমের চেয়ে সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল কোনো বংশ দেখিনি। মাওয়াহিব।

[৪] ইবনু হিশামের মতে, নাজারের অপর নাম কুরাইশ। তাঁর বংশধররাই 'কুরাইশি' বলে খ্যাত। তাঁর বংশোদ্ভূত না হলে কাউকে কুরাইশি বলা যায় না। তবে অনেকে বলেন, ফিহর ইবনু মালিকের অপর নাম কুরাইশ। —অনুবাদক।

উপরিউক্ত আলোচনার পর জানা গেল যে, কিলাব ইবনু মুররা পর্যন্ত পিতা-মাতার দিক থেকে বংশপরিক্রমা ভিন্ন হলেও এর পর থেকে একসঙ্গে মিলে গেছে।

## তিন. নবিজির জন্মপূর্ব বরকতের সুবাস

প্রভাত হওয়ার আগে সুবহে সাদিকের আলো এবং রক্তিম পুবাকাশ যেমন পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল সূর্যোদয়ের জানান দেয়, তেমনি নবুওয়াতি সূর্যের উদয়-মুহূর্ত যখন একেবারে নিকটে, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, যা নবিজির শুভ জন্মের আগমনী-সংবাদ দিচ্ছিল। মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় সেগুলোকে 'ইরহাসাত' বা অপেক্ষমাণ নিদর্শন বলা হয়।

নবিজি ﷺ-এর সম্মানিত মা আমিনা থেকে বর্ণিত; নবিজি ﷺ যখন তাঁর মাতৃগর্ভে, তখন আমিনাকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেওয়া হয়—'তোমার গর্ভে যে শিশু রয়েছে, সে এ উম্মাহর নেতা হবে। শিশুটি যখন ভূমিষ্ঠ হবে, তখন তুমি এ দুআ করবে—"আমি তাঁকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি" এবং তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মাদ।'

আমিনা আরও বলেন, মুহাম্মাদ যখন আমার গর্ভে আসেন, তখন আমি একবার এমন একটি আলো দেখতে পাই, যে আলোতে শামের বসরা শহরের বড় বড় প্রাসাদ আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল![৫]

তিনি আরও বলেন, আমি এমন কোনো মহিলাকে দেখিনি, যারা গর্ভবতী হয়ে আমার মতো এত হালকা ও সহজবোধ করেছেন। কেননা, গর্ভে সন্তান থাকলে মহিলাদের যে বমি বমি ভাব, অসুস্থতা-অলসতা ইত্যাদি বিষয় পরিলক্ষিত হয়, আমার ক্ষেত্রে সে রকম কিছুই হয়নি। এ ছাড়া এমন আরও অসংখ্য ঘটনা নবিজির জন্মের আগে প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলো এই ছোট গ্রন্থে উল্লেখের সুযোগ নেই।

## চার. নবিজির জন্ম

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নবিজি ﷺ সে বছরের রবিউল আউয়ালে জন্মান, যে বছর 'আসহাবে ফিল' বা আবরাহার হস্তিবাহিনী পবিত্র কাবায় হামলা করতে এসেছিল।[৬] তবে আল্লাহ তাআলা কতিপয় ক্ষুদ্র আবাবিলের মাধ্যমে পাথরকণা নিক্ষেপ করে তাদের পরাস্ত করেছিলেন। কুরআনেও এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। মূলত এ

৫ *সিরাতু ইবনি হিশাম।*

৬ নবিজির জন্মের সঙ্গে হস্তিবর্ষ বা হাতিবাহিনীর ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। এটা হলো সুরা ফিলে বর্ণিত ইয়ামেনের বাদশাহ আবরাহা কর্তৃক কাবাঘর ধ্বংস করার অভিযানের বছরের কথা। বেশির ভাগ সিরাত-রচয়িতার অভিমত অনুযায়ী, এ ঘটনা নবিজির জন্মের ৫০ অথবা ৫৫ দিন আগে ঘটেছিল।

ঘটনা নবিজির জন্মপূর্ব বরকতের সূচনা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল। নবিজি ﷺ যে ঘরে জন্মান, পরবর্তী সময়ে সে ঘর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের ভাই মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের অধিকারে এসেছিল।[৭]

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ লিখেছেন, হস্তিবাহিনীর ঘটনা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল ঘটেছিল।[৮] এর মাধ্যমে জানা গেল যে, ইসা আ.-এর জন্মের ৫৭১ বছর পর নবিজির জন্ম হয়।

ইবনু আসাকির[৯] রাহ. পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, আদম ও নুহ আ.-এর মধ্যখানে ১ হাজার ২০০ বছরের ব্যবধান ছিল। নুহ আ. ও ইবরাহিম আ.-এর মধ্যখানে ছিল ১ হাজার ১৪২ বছরের ব্যবধান। ইবরাহিম থেকে মুসা আ. পর্যন্ত ৫৬৫ বছরের। মুসা থেকে দাউদ আ. পর্যন্ত ৫৬৯ বছরের। দাউদ থেকে ইসা আ. পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫৬ বছর এবং ইসা আ. থেকে শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত ৬০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

এ হিসাবে আদম থেকে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত ৫ হাজার ৩২ বছরের ব্যবধান ছিল। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আদম আ.-এর বয়স হয়েছিল ৯৬০ বছর। তাই আদম আ.-এর পৃথিবীতে আগমনের প্রায় ৬ হাজার বছর পর অর্থাৎ, সপ্তম সহস্রাব্দে নবিজির জন্ম হয়।[১০]

মোটকথা, আসহাবে ফিল কাবায় আক্রমণের বছরের ১২ রবিউল আউয়াল[১১] সোমবার পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য এক দিন ছিল; যে দিন পৃথিবী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য, দিন ও রাতের পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য, আদম আ. ও তাঁর সন্তানদের গৌরব, নুহ আ.-

---

[৭] *সিরাতে মুগলতাই* : ৫।

[৮] *দুরুসুত তারিখিল ইসলামি* : ১৪।

[৯] এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে, তবে ইবনু আসাকির এ বর্ণনাটি সঠিক বলেছেন।

[১০] মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে *তারিখু ইবনি আসাকির* : ১/১৯-২০। (আদম আ. থেকে নবিজি ﷺ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান-সংক্রান্ত যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এই বর্ণনার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইমাম ইবনু হাজমের *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল* গ্রন্থ দেখতে পারেন।—*অনুবাদক*।)

[১১] এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নবিজির জন্ম রবিউল আউয়ালের সোমবার দিনে হয়েছিল; কিন্তু কোন তারিখে, সেটা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে জন্মতারিখ নিয়ে চারটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে—২, ৮, ১০ ও ১২ রবিউল আউয়াল। হাফিজ মুগলতাই রাহ. ২ তারিখকে গ্রহণ করে অন্যগুলোকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তবে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ১২ তারিখের বর্ণনা। ইবনু ইসহাকও এ তারিখ গ্রহণ করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. ১২ তারিখের বর্ণনার ওপর সবাই একমত বলে দাবি করেছেন। এমনকি আল্লামা ইবনুল আসির তাঁর *আল কামিল ফিত তারিখ* গ্রন্থে এ তারিখই গ্রহণ করেছেন। গবেষক মাহমুদ পাশা মিসরি জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে ৯ তারিখ গ্রহণ করেছেন। এটি সবার মতের বিপরীত এবং সূত্রবিহীন উক্তি। যেহেতু চাঁদ উদয়ের স্থান বিভিন্ন, তাই গণনার ওপর এতটুকু বিশ্বাস ও নির্ভরতা জন্মায় না যে, এর ওপর ভিত্তি করে সবার বিরোধিতা করা যাবে।